দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..FEB. 1.5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২....

সর্বত্র চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের হিড়িক

আহমেদ দীপু

রাষ্ট্র ও সরকারের সর্বোচ্চ কার্যালয় থেকে সরকারী কলেজ পর্যন্ত সর্বত্র এখন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জোয়ার বইছে। এ ধরনের নিয়োগ দেয়ার বেলায় যোগ্যতা বা মেধার চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদ্বিরকেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বেশি। দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে তদন্ত চলছে এ ধরনের এক কর্মকর্তাও তদ্বিরের কারণে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন। এসব নিয়োগের কারণে অসংখ্য কর্মকর্তার পদোন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ক্যাডারসহ পেশাজীবী সংগঠনের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। সংগঠনগুলো যে কোন সময় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে পারে বলে জানা গেছে।

বর্তমান সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন পর্যায়ে শতাধিক ব্যক্তিকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বঙ্গভবন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিদফতরসহ সরকারী কলেজের শিক্ষকও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাচ্ছেন। এঁদের মাঝে আবার অনেককে দ্বিতীয় দফাতেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মোশররফ হোসেন, বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নুরুদ্দিন কামাল মাহমুদকে দ্বিতীয় দফায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একবার অথবা একাধিকবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত শতাধিক কর্মকর্তার মধ্যে অনেকেরই মেধা বা যোগ্যতার চেয়ে তদ্বিরের জোরই বেশি, যার ফলে তাঁরা চাকরির সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন।

আজকালের মধ্যেই আঁরও এক কর্মকর্তা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন, যাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে তদন্ত চলছে। গণপূর্ত অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, যিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন-- আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এসএসবি'র গত বৈঠকে তাঁকে অতিরিক্ত

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

সর্বত্র চুক্তিভিত্তিক

(প্রথম পাতার পর)

প্রধান থেকে প্রকৌশলী হিসাবে পদোন্নতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ঐ বৈঠকেই তাঁর দুর্নীতির ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তারপরও সুপারিশ পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। তদ্বিরের কারণে এসএসবি'র বৈঠকে আলোচিত দুর্নীতির বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে। তার চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে যে, তাঁকে চূড়ান্ত পর্যায় থেকে পদোন্নতি দেয়া হবে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার আগেই প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফাইল দৌড়াতে শুরু করেছে। তাঁর এই নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি নিয়ে গণপূর্ত অধিদফতরে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। নিয়োগ দেয়া হলে এখানের পরিস্থিতি সড়ক ও জনপথ বিভাগের মতো হতে পারে বলে পিডব্লিউডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানিয়েছেন।

ঢাকার মিলব্যারাক পুলিশ লাইনে দু'টি ভবন নির্মাণের ব্যাপারে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভবন দু'টির নির্মাণ ও সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় বলা হয়, ভবন দু'টি নির্মাণে ব্যাপক কারচুপিসহ নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার ও নির্মাণ কাজে যথাযথ তদারকির অভাব ছিল। এসব দুর্নীতি তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ব্যুরোর তদন্তে জানা যায়, ১৯৭৪-৭৬ সালে আরসিসিআই ঢালাই পিলারের ওপর ভবন দু'টি নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী। ভবন দু'টি নির্মাণে যথাযথভাবে নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার না করায় প্রথম থেকেই এগুলো বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। গণপূর্ত অধিদফতরের একাধিক কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে ডাকা হয়। এর পর পরই এই কর্মকর্তা অধিদফতরের প্রায় ৭০ প্রকৌশলীকে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে বদলি করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এতকিছু করার পরও তাঁর পদোন্নতির জন্য এসএসবি'র বৈঠকে সুপারিশ করা হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার জন্য ওপেন করা হয়েছে ফাইল। এ ব্যাপারে গণপূর্তের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এ ধরনের কর্মকর্তাকে চুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হলে এখানে কাজের পরিবেশ থাকবে না। এ ছাড়া একটি পদের জন্য প্রায় ২০ কর্মকর্তার পদোন্নতি ব্যাহত হবে। এঁদের মাঝে অনেকেই আছেন যাঁরা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে রয়েছেন। আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে তাঁদের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এ ধরনের নিয়োগের জন্য তাঁরা প্রধান প্রকৌশলী হতে পারবেন না।